একক ১৫ ❐ গ্রন্থাগারভিত্তিক পেশাদার সংস্থা

গঠন

১৫.১ প্রস্তাবনা
১৫.২ সংঘ
১৫.৩ গ্রন্থাগার সংঘ
  ১৫.৩.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
  ১৫.৩.১ কার্যকলাপ
১৫.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
  ১৫.৪.১ আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন
১৫.৫ যুক্তরাজ্য
  ১৫.৫.১ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন
  ১৫.৫.২ অ্যাসলিব, দি অ্যাসোসিয়েশন ফর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট
১৫.৬ ভারতের চিত্র
  ১৫.৬.১ ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন
  ১৫.৬.২ ইয়াসলিক (IASLIC)
১৫.৭ রাজ্য
১৫.৮ আন্তর্জাতিক সংস্থা
  ১৫.৮.১ ইফলা (IFLA)
  ১৫.৮.২ ফিড (FID)
১৫.৯ পর্যবেক্ষণ
১৫.১০ অনুশীলনী
১৫.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৫.১ প্রস্তাবনা

পেশার সংজ্ঞাগুলি গঠন করা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। স্বীকৃত পেশা হিসাবে গ্রন্থাগারিকত্বের প্রকাশ অবশ্য মোটামুটি আধুনিক ঘটনা। অন্য বহু ক্ষেত্রের মতো গ্রন্থাগারিকত্বও নিজের মর্যাদা ও বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। পেশার বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকা বিভিন্ন রকমের হলেও, নীচে উল্লিখিত লক্ষণগুলি থাকাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট :

১. তাত্ত্বিক ও বিশেষ ধরনের (specialized) জ্ঞানের এক বড়ো সংগ্রহ ;

২. প্রয়োগের উপযোগী একগুচ্ছ কলাকৌশল ;

৩. বিধিবদ্ধ শিক্ষামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ;

৪. নৈতিক বিধি প্রণয়ন ;

৫. সাধারণ কাজকর্মের মানের উপর নজর রাখার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ;

৬. গ্রাহক বা ব্যবহারকারীদের পরিষেবা প্রদান করার মনোভাব ;

৭. যথেষ্ট সংখ্যক অপেশাদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জন।

নিজেদের বৃত্তিরটির পেশাদারিকরণ ও নিজেদের পেশাদার করে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিকেরা তিনটি বড়ো ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন। এগুলি হল :

(ক) একটি পেশাদারি সংস্থার গঠন, কার্ল সন্ডার্স ও উইলসনের মতে পেশার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যার জন্ম হয় ;

(খ) দক্ষ পরিষেবা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ দিতে শিক্ষামূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ;

(গ) মুদ্রিত রচনার এক সংগ্রহ, পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে যা বাড়াতে সাহায্য করে।

১৫.২ সঙ্ঘ

'সঙ্ঘ' বলতে একই উদ্দেশ্যে একত্রিত সমাজের বিভিন্ন মানুষের এক গোষ্ঠীকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘ এক সংগঠন, যা গঠিত হয় নির্দিষ্ট কোনো কার্যাবলীর জন্য। সঙ্ঘের কর্মসূচী ও কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে সদস্যেরাই একে গড়ে তোলেন। সেই কারণেই আমাদের নজরে আসে ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, রাজনৈতিক সঙ্ঘ, ধর্মীয় সঙ্ঘ ইত্যাদি সংগঠনগুলি। কোন সঙ্ঘের কার্যাবলী নির্ভর করে সেই সঙ্ঘটির নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর। পেশাদার সঙ্ঘগুলি নিজেদের নিজের ক্ষেত্রে পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়ে, অপেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা ও পেশাদার ব্যক্তিদের জন্যই গঠিত হয়। কোনো পেশার অস্তিত্ব নির্ভর করে সেই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেকার সম্পর্কের উপর। সেই পারস্পরিক বন্ধন একটি রূপেই প্রকাশিত হতে পারে—একটি বিধিবদ্ধ, আনুষ্ঠানিক সঙ্ঘ গঠনের মধ্য দিয়ে। গ্রন্থাগার জগতে পেশাদারির বিকাশ কাজেই গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

১৫.৩ গ্রন্থাগার সঙ্ঘ

গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির দায়িত্বে থাকেন বিদগ্ধ মানুষেরা, যারা পেশাটি ও পেশার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। গত একশো ত্রিশ বছরে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এক পারস্পরিক বন্ধন গড়ে উঠেছে এবং গ্রন্থাগারিকত্ব এক পেশা হিসাবে বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তা এক আনুষ্ঠানিক সঙ্ঘের আকার নিয়েছে। গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান ও মানুষের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ ও পরিচালনা ব্যবস্থাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিক, পণ্ডিত, শিক্ষক ও ধর্মযাজকদের একটি গোষ্ঠী ১৮৫২ সালে নিউইয়র্কে এক সভায় মিলিত হন। এই সভা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ১৮৭৬ সালে অনুরূপ এক সভার আয়োজন করা হয়। অক্টোবর মাসে আয়োজিত ওই সভার ঘোষণা বিদেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রথম যে দেশগুলি অংশ নিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে তারাই প্রথম একজন পেশাদার সঙ্ঘ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমেরিকার লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৮৭৬ সালের ৪ই অক্টোবর। যুক্তরাজ্যে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয় একবছর পরে। এখন প্রত্যেকটি দেশে গ্রন্থাগার সঙ্ঘের অস্তিত্ব রয়েছে। অনেকগুলি দেশে এই সঙ্ঘগুলি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষেবাকে শক্তিশালী করে তুলতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন ও যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন প্রতিষ্ঠার পরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থাগার সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে।

১৫.৩.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি স্থাপিত হয় এইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে :

১. গ্রন্থাগার পেশায় নিযুক্ত বা আগ্রহী সমস্ত ব্যক্তিকে মিলিত করা ;

২. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত পেশার প্রসার ঘটানো ;

৩. গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করা ;

৪. গ্রন্থাগার পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা ও কাজের পরিবেশকে উন্নত করা ;

৫. একই প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে নিজেদের মধ্যে সম্পদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা চালু করা ;

৬. তথ্য, চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি সাধারণ মঞ্চ গড়ে তোলা ;

৭. পেশা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে রচনা সৃষ্টি করা ও সেগুলি প্রকাশ করা ;

৮. যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও তথ্যসংক্রান্ত কাজের জন্য লোকবল তৈরি করা, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া ;

৯. গ্রন্থপঞ্জীমূলক গবেষণা ও প্রকাশনাকে আরও উন্নত করা ;

১০. সরকার, অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষজন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অন্যান্য গ্রন্থাগার সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা ও সদস্যদের নিজেদের মধ্যে এক মধুর বন্ধন তৈরী করা ;

১১. গ্রন্থাগারের নিয়ম ও প্রয়োজনগুলির এক নির্দিষ্ট মান স্থির করা ;

১২. কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত পেশাদারি সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা।

গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করা। অন্যভাবে বললে, জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মেরুদণ্ড হল গ্রন্থাগার সঙ্ঘ। বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে গ্রন্থাগারের বিকাশ বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে পেশাদারি পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও কার্যকলাপের উপর—যেগুলিকে বোঝাপড়া উৎসাহ দেয় গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি।

১৫.৩.২ কার্যকলাপ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূরণ করার জন্য গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির এই কাজগুলি করতে হয় :

১. বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিষেবার এক সমীক্ষা চালানো। যাতে ভবিষ্যতে এগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা যায় ;

২. অধিবেশন, সভা, আলোচনাসভা, বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন করা যেখানে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত পেশার মানুষজন নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন ;

৩. পেশাদার ব্যক্তিদের আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;

৪. পেশা সংক্রান্ত রচনা সৃষ্টি ও প্রকাশনায় উৎসাহ দেওয়া ;

৫. গ্রন্থাগার পরিষেবাকে উন্নততর করে তুলতে যথাযথ মানদণ্ড স্থির করা ;

৬. কর্তব্যপালনে সাহায্য করবে, গ্রন্থাগার পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এরকম নীতি প্রণয়ন করা ;

৭. গ্রন্থাগার শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখতে এক আধিকারিক সংস্থা হিসাবে কাজ করা ;

৮. দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা ও সহযোগিতা করা ;

৯. সম্পদ আদানপ্রদান করতে ও পরিষেবার প্রসার ঘটাতে গ্রন্থাগারগুলিকে উৎসাহ দেওয়া ;

১০. গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা বাড়াতে ও তাদের জনপ্রিয় করে তুলতে ব্যবহারকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচী, গ্রন্থাগার সপ্তাহ, গ্রন্থমেলা ইত্যাদির আয়োজন করা ;

১১. পেশাদারি মর্যাদা বজায় রাখতে পেশাদার ব্যক্তিদের জন্য এক নৈতিক বিধি প্রণয়ন করা ;

১২. গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি, কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য সংগ্রাম করা ;

১৩. কাজের সুযোগ সম্পর্কে চাকুরিদাতা ও চাকুরি প্রার্থীদের পরামর্শ দিতে একটি ব্যুরো (bureau) বা সমিতি গঠন করা ;

১৪. গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ও পেশাদারী ব্যক্তিদের জন্য সম্মান, পুরস্কারের ব্যবস্থা করা ;

১৫. সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা এড়াতে গ্রন্থ ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা।

এই কাজগুলির মাধ্যমে গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি শুধু পেশায় নয়, গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতিতেও সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির উচিত গ্রন্থাগার পেশা ও পরিষেবার সমস্ত দিক নিয়ে তাদের সম্মিলিত মতামত উপস্থাপিত করা—কর্তৃপক্ষের উচিত সেগুলি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বিচার করা।

গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক, প্রদেশিক হওয়া ছাড়াও সেটি নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, যেমন সঙ্গীত, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি। আমরা এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করব।

১৫.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে জাতীয়, আঞ্চলিক ও রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার সঙ্ঘ। এছাড়াও, মিউজিক লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন ও স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যাসোশিয়েসনের মতো বেশ কয়েকটি বিশেষ সংক্রান্ত সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে।

১৫.৪.১ আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন (ALA)

১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাসের চার তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রান্তের এবং কানাডা ও যুক্তরাজ্যের বহু গ্রন্থাগারিক ফিলাডেলফিয়াতে মিলিত হন ও গ্রন্থাগারিকদের এক স্থায়ী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। মেলভিল ডেউই এই সংগঠনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংস্থাটির সংবিধান অনুযায়ী, এর লক্ষ্য হল "দেশে গ্রন্থাগারগুলি স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে মতামত বিনিময় করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং গ্রন্থসংগ্রহ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলা ; গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতির দিকে মানুষের মনকে আকর্ষিত করা এবং সদস্যদের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি করা।" আমেরিকান লাইব্রেরি জার্নালের ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮৭৭ সংখ্যার আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছিল 'অফিসিয়াল জার্নাল অফ দি আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন।' এর সাম্প্রতিকতম সংবিধান অনুযায়ী, ALA-এর উদ্দেশ্য হল "গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগারিকত্বের বিকাশ ঘটানো।"

গ্রন্থাগার পরিষেবার মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা ও গ্রন্থাগারিকদের পেশাদারি দক্ষতা সুনিশ্চিত করা ছাড়াও ALA "গ্রন্থাগারিকদের জন্য নৈতিক বিধি" প্রণয়ন করেছে। ১৯৩৯ সাল থেকে ALA সত্যের সন্ধানে মানুষের স্বাধীনতার ধারণাকে সচেতনভাবে তুলে ধরে আসছে। ওই বছরেই ALA "লাইব্রেরি বিল অফ রাইটস" গ্রহণ করেও ১৯৫৩ সালে আমেরিকান বুক পাবলিশিঙ কাউন্সিলের সহযোগে "ফ্রিডম টু রিড" গ্রহণ করে। ALA-তে অন্তর্ভুক্ত আছে সব ধরনের গ্রন্থাগার যেগুলি সরকার, শিল্প ও বাণিজ্যমহল, সামরিক বাহিনী, হাসপাতাল, বন্দীশালা এবং অন্যান্যদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। ALA-র বাৎসরিক অধিবেশন বিভিন্ন শহরে সাধারণত জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের আগে ও পরে বেশ কয়েকটি আলোচনাসভা, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ALA-কে বাদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিকাশ কল্পনাই করা যায় না। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ALA-র ভূমিকা অনুমোদন ও মানদণ্ড স্থির করাতেই প্রধানত আবদ্ধ থেকেছে। অবশ্য ধারাবাহিক শিক্ষার কর্মসূচীটি ALA-ই পরিচালনা করে। এর একটি গ্রন্থাগার প্রযুক্তি কর্মসূচীও আছে। নিজের দেশ, কানাডা ছাড়াও অন্যান্য দেশের সত্তরটির বেশী গ্রন্থাগার সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে ALA সক্রিয় সম্পর্ক বজায় রাখে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি সক্রিয়। প্রয়োজন অনুসারে আইনি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার কাজও ALA করে থাকে।

ALA-র প্রকাশনা কর্মসূচীও উল্লেখের দাবী রাখে। ইতিমধ্যে ALA-র প্রকাশনার সংখ্যা বাইশশো ছাড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে। ALA Catalogue ও AACR-এর আনুষ্ঠানিক মুখপত্র হল আমেরিকান লাইব্রেরিজ (আগেকার ALA Bulletin)। এর প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ALA Yearbook, ALA Handbook of Organisation ও Membership Directory (বাৎসরিক), Booklist (বাইশটি সংখ্যা) এবং Choice (এগারোটি সংখ্যা)। এছাড়াও, গ্রন্থাগারের কাজকর্মের বিভিন্ন স্তর নিয়ে ALA বহু গ্রন্থ, বাৎসরিক সভার বিবরণী ও অডিওভিসুয়াল উপাদান প্রকাশ করেছে।

কর্মরত পেশাদার ব্যক্তিদের বিশিষ্ট অবদানগুলির স্বীকৃতি দিতে ALA বেশ কয়েকটি সম্মান বা পুরস্কারের প্রচলন করেছে। যেমন, সৃজনমূলক পেশাদারি সাফল্যের জন্য মেলভিন ডেউই পুরস্কার, জন কটন ডানা গ্রন্থাগার জনসম্পর্ক পুরস্কার, ক্যাটালগ প্রস্তুতি ও বর্গীকরণের জন্য মার্গারেট মনি পুরস্কার।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এই দুই ক্ষেত্রেই ALA সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। প্রকাশনা, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির সঙ্গে ALA সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং ইউনেসকো, IFLA, FID-র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে।

১৫.৫ যুক্তরাজ্য

১৮৭৭ সালে লন্ডন ইন্সটিটিউশনে গ্রন্থাগারিক ই ডবলিউ বি নিকলসন লন্ডনে গ্রন্থাগারিকদের এক আন্তর্জাতিক সভা আয়োজন করার পরামর্শ দিয়ে 'দি টাইমস' সংবাদপত্রে একটি পত্র লেখেন। এই পরামর্শটি মেনে নিয়ে লন্ডন ইন্সটিটিউশনে সভার আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, ইটালি, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সভার আন্তর্জাতিক চরিত্রটি প্রতিফলন হয়ে ওঠে। ১৮৭৭ সালের ৫ই অক্টোবর, অর্থাৎ সভার শেষ দিনে, যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর প্রস্তাবিত নাম হয় "লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েন অফ দি ইউনাইটেড কিংডম"। ১৮৯৬ সালে নামটি থেকে 'অফ দি ইউনাইটেড কিংডম' বাদ দেওয়া হয়। এটি করা হয় সম্ভবত সংস্থাটির প্রভাবকে আরও প্রসারিত করতে।

১৫.৫.১ লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন (LA)

লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন হল যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগারিকদের জন্য প্রাচীনতম ও বৃহত্তম সংগঠন। ১৮৯৮ সালে এ রাজকীয় সনদ লাভ করে ও তার মধ্যে "গ্রন্থাগারের প্রশাসনকে উন্নত করতে" ও "আইন সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতে" ইত্যাদি শব্দগুলি লক্ষ করা যায়।

সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ষাট সদস্য বিশিষ্ট এক পরিষদ LA-কে পরিচালনা করে। এতে গ্রন্থাগারিকত্ব ও গ্রন্থাগার পরিষেবার বিভিন্ন দিকের জড়িত বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। চারটি সমিতি LA-র উপদেষ্টার কাজ করে : কার্যানির্বাহী সমন্বয়, সাধারণ উদ্দেশ্য, গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং পেশাদারি উন্নতি ও শিক্ষা। এর উদ্দেশ্য হল : যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, গবেষণায় উৎসাহদান ও গ্রন্থাগারিকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ।

এই অ্যাসোশিয়েসনের কার্যাবলীর মধ্যে আছে জন-গ্রন্থাগার, শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির জন্য আইন প্রণয়ন ও তাদের উন্নতিসাধন, পেশাদারি শিক্ষা ও পরীক্ষা। LA পেশাদারি যোগ্যতাপ্রাপ্ত সদস্যদের এক তালিকা রাখে। যোগ্যতাপ্রাপ্ত সদস্যদের চাটার্ড লাইব্রেরিয়ান বলা হয়, যাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় : অ্যাসোশিয়েট বা সহযোগী, অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ ও পেশাদারি শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং ফেলো বা সদস্য, অর্থাৎ উচ্চতর স্তরে আরও কাজ করে যারা গ্রন্থাগারিকত্বের বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। LA একটি চমৎকার গ্রন্থাগারের অধিকারী, যা সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত। নিয়মিতভাবে বাৎসরিক অধিবেশন আয়োজন করা ছাড়াও LA গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপরে বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম পরিচালনা করে।

এর প্রকাশনা বিভাগটিও খুবই সক্রিয়। LA গ্রন্থ, ইস্তাহার, নির্ঘণ্ট, সারাংশ, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রকাশ করে। এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলির মধ্যে আছে British Aumanities Index (ত্রৈমাসিক), Current Technology Index (মাসিক), Library Association Record (দ্বিমাসিক), Library and Information Science Abstracts (দ্বিমাসিক), Journal of Librarianship and Information Science (ত্রৈমাসিক) এবং Current Research in Library and Information Science (তিনটি সংখ্যা)। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হল Welford's Guide to Reference Materials (তিনটি পর্ব)।

১৮৯২ ও ১৯১৯ সালের পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করতে এবং ১৯৬৪ সালের পাবলিক লাইব্রেরিজ অ্যান্ড মিউজিয়ামস-এর উপবিধিগুলি (bye-laws) সংশোধন করতে LA সক্রিয় উদ্যম নেয়। আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতেও এ সক্রিয় ভূমিকা নেয়। সেন্সরশিপ ও গ্রন্থস্বত্বের মতো বিষয়গুলির উপর LA তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

LA আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের (ALA) সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনা করে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইন্সটিটিউশনের (IFLA) কাজকর্মে সহযোগিতা করে এবং ইউনেসকোর সঙ্গেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে সহযোগিতামূলক কর্মসূচীগুলি কার্যে পরিণত করতে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে এ সাহায্য করে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য LA সম্মান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে। যেমন, নির্ঘণ্টের জন্য হুইটলে পদক, গ্রন্থপঞ্জীর জন্য বেস্টারম্যান পদক ও আকর গ্রন্থের জন্য ম্যাককলভিন পদক।

১৫.৫.২ দি অ্যাসোসিয়েশন ফর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট (ASLIB)

অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরশেন ব্যুরো নামে অ্যাসলিব (ASLIB) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালে। গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা উন্নত করে তুলতে সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ ও প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদারি ক্ষেত্রে এ প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তথ্যভাণ্ডারের ক্রমাগত বিস্তারের ফলে ১৯৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি নিজের কর্মপরিধি প্রসারিত করে এবং এর নতুন নাম হয় "অ্যাসোশিয়েসন ফর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট"। কিন্তু ইতিমধ্যেই অ্যাসলিব নামটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় নতুন সংগঠনটিকেও সংক্ষেপে অ্যাসলিব-ই বলা হতে থাকে।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল, "কলা ও বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য এবং সরকারি কাজকর্ম সংক্রান্ত ক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্যের উৎসগুলির সমন্বয় ও সুসম্বন্ধ ব্যবহার।" কার্যকর তথ্য পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তথ্যের অবদান বাড়াতে অ্যাসলিব নিজের পরিধি আরও প্রসারিত করেছে। এর বিশেষত্বগুলির মধ্যে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি ও অন-লাইন পরিষেবা। কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে গোষ্ঠী ও শাখা স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সদস্যেরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আলাপ-আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। যেসব ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, সেগুলি হল : অডিও-ভিসুয়াল, জীব ও কৃষি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, কমপিউটার বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তথ্য, ইলেকট্রনিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেটিকস, সমাজবিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত অনুবাদ, পরিবহণ ও পরিকল্পনা।

অ্যাসলিব এখন তথ্য পরিষেবা, প্রকাশনা ও পেশাদারি উন্নতির উপর গুরুত্ব দেয়। ১৯৮৫ সালে এ গবেষণামূলক কাজকর্ম পরিত্যাগ করে। এ বিশেষজ্ঞ অনুবাদকদের এক তালিকা রাখে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রচনার ইংরাজীতে অনুবাদের এক নির্ঘণ্ট রাখে। সময়ে সময়ে এ অধিবেশন, আলোচনাসভা শিক্ষামূলক কর্মসূচী ইত্যাদি আয়োজন করে। অ্যাসলিবের প্রকাশনাগুলি হল : Aslib Proceedings (মাসিক), Aslib Information (বছরে দশটি সংখ্যা), Records Managaement Journal (ত্রৈমাসিক), Program (ত্রৈমাসিক), Current Awarness Bulletin (দশটি সংখ্যা), Online Notes (দশটি সংখ্যা), IT Link (দশটি সংখ্যা), Critique (দশটি সংখ্যা), Journal of Documentation (ত্রৈমাসিক) ও Aslib Booklist (মাসিক)।

অ্যাসলিব মাঝে মাঝে মনোগ্রাফ, নির্দেশিকা, প্রতিবেদন, সভা বিবরণী, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। গ্রন্থাগার এবং তথ্য পরিষেবা ও ব্যবস্থা সংগঠিত করতে অ্যাসলিবের Handbook of Special Librarianship and Information work (পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮৫) খুবই সাহায্য করে।

১৫.৬ ভারতের চিত্র

বরোদা রাজ্যে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি ক্লাব ভারতে গ্রন্থাগার সঙ্ঘের পূর্বসূরি বলা যেতে পারে। ডবলিউ সি বোর্ডেন প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের জায়গা নেয় ১৯২৪ সালে বরোদা লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন। ১৯১৮ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে ভারত সরকারের আহ্বানে প্রথমবার গ্রন্থাগারিকদের এক সভাকে জুড়ে দেওয়া হয়। এই সভায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতা, গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ক্যাটালগ প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রথম সর্বভারতীয় জনগ্রন্থাগার সভা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে ১৯১৯ সালে। মহারাষ্ট্র (১৯২১),

বঙ্গ (১৯২৫), মাদ্রাজ (১৯২৮) ইত্যাদি স্থানে গ্রন্থাগার সঙ্ঘ স্থাপনের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কাজেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ও তারাই ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসনের অগ্রদূত হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় ও প্রাদেশিক বা রাজ্যস্তরে ভারতে এখন অনেকগুলি সঙ্ঘ রয়েছে। বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার ও বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক সঙ্ঘেরও অস্তিত্ব আছে।

১৫.৬.১ ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন (ILA)

ILA-র জন্ম ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা শহরে। গ্রন্থাগার পেশার সঙ্গে যুক্ত ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহী মানুষদের এটি আজ এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ILA-র সংবিধান অনুযায়ী, এর উদ্দেশ্য হল :

(১) গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার, গ্রন্থাগার আইনের প্রণয়ন ও গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নতি ;

(২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উন্নতি ;

(৩) গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ;

(৪) গ্রন্থপঞ্জী অধ্যয়নের বিকাশ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা ;

(৫) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, কাজের পরিবেশ ও মর্যাদার উন্নতি ;

(৬) রাজ্য ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ করা ;

(৭) ইস্তাহার, সাময়িকপত্র ইত্যাদি প্রকাশনার মাধ্যমে সংঘের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া ;

(৮) অধিবেশন, আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজন করে গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত বা সঙ্ঘগুলিতে আগ্রহী সমস্ত মানুষকে একটি সাধারণ মঞ্চে নিয়ে আসা ;

(৯) গ্রন্থাগার এবং তথ্য ব্যবস্থা ও পরিষেবা পরিচালনার জন্য মানদণ্ড, নিয়মিতবিধি ও নির্দেশাবলী স্থির করা ;

(১০) গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত শিক্ষাদায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথ অধিকার বা ক্ষমতা অর্পণ করা।

ILA-র কার্যকলাপের মধ্যে আছে বাৎসরিক অধিবেশন ও আলোচনাসভার আয়োজন করা, ধারাবাহিক শিক্ষামূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনার করা, কিছু পেশা সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা (যেমন—গ্রন্থাগার আইন, পরামর্শ প্রদান) ও প্রকাশনার কাজ হাতে নেওয়া।

এর প্রকাশনাগুলির মধ্যে আছে ILA Bulletin, ILA News letter, ILA Members Directory ও অন্যান্য।

ILA -র মুখ্য কার্যালয় দিল্লীতে ও এ IFLA ও কমনওয়েলথ লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসনের (COMLA) সদস্য। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লীতে IFLA Universal Availability of Publications (UAP) আঞ্চলিক আলোচনাসভার আয়োজন করে। নয়াদিল্লীতেই ILA Universal Availability of Publications (UAP) ১৯৯২ সালের ২০শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত IFLA-র ৫৮তম সাধারণ অধিবেশনের দায়িত্ব নেয়।

১৫.৬.২ ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন অফ স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস (IASLIC)

IASLIC-এর জন্ম কলকাতায় ১৯৫৫ সলে। এর উদ্দেশ্য যুক্তরাজ্যের অ্যাসোশিয়েসন ফল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যাসোশিয়েসনের পথ অনুসরণ করে কাজ করা।

এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছিল এইসব উদ্দেশ্য নিয়ে : বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংস্থা ও শিল্প গবেষণা সংস্থার বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো ; জ্ঞানের সুসম্বন্ধ সংগ্রহ, সংগঠন ও প্রসারকে উৎসাহ দেওয়া ; বিশেষ ধরনের গ্রন্থগারিকত্ব ও ডকুমেনটেশনের কলাকৌশলের এক গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা এবং পেশাদারি স্বার্থের দিকে নজর রাখা।

IASLIC-র প্রধান কার্যকলাপের মধ্যে আছে বাৎসরিক অধিবেশন ও আলোচনাসভার আয়োজন করা, বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশ করা এবং ডকুমেনটেশন ও তথ্য বিজ্ঞানের উপর স্বল্পমেয়াদি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা।

IASLIC-র প্রধান প্রকাশনাগুলি হল : IASLIC Bulletin (ত্রৈমাসিক), IASLIC Newsletter (মাসিক), Indian Library Science Abstracts (ত্রৈমাসিক)। Directory of special and Research Laboratories in India, 1985-এর দ্বিতীয় সংস্করণটি IASLIC প্রকাশ করে ১৯৮৫ সালে।

IASLIC স্বীকৃতি পেয়েছে IFLA ও FID-র কাছ থেকে। ILA ও অন্যান্য সঙ্ঘের সঙ্গে এ সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। নির্দিষ্ট কাজ ও প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়ে এ ন্যাশনাল ইনফরমেশন সিস্টেম ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (NISSAT)-র সঙ্গে সহযোগিতা করে। কমিটি অন ডকুমেন্টেশন স্ট্যান্ডর্ডসের মাধ্যমে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে এ নিজেকে উপস্থাপিত করে।

১৫.৭ রাজ্য

ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই নিজস্ব গ্রন্থাগার সঙ্ঘ আছে, যাদের মধ্যে কয়েকটি যথেষ্ট সক্রিয়। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার ILA-র থেকেও প্রাচীন। রাজ্য গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির প্রধান কাজগলি হল জনগ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা, অধিবেশনের আয়োজন করা ও সাময়িকপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করা। এখানে আমরা দুটি এগিয়ে চলতে থাকা সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

১৫.৭.১ বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েশন (BLA)

এই সংস্থার বীজটি প্রোথিত হয় ১৯২৫ সালে, যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদধন্য অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসনের জন্ম হয়। ১৯৩১ সালের অধিবেশনের পর এই সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, পরে যেটির পুনরুজ্জীবন ঘটান কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় পুনরুজ্জীবিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন। BLA বাৎসরিক অধিবেশন, গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহের আয়োজন করে থাকে। এই সক্রিয় সংস্থাটি নিয়মিতভাবে এর বাংলা মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' প্রকাশ করে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও কমপিউটার প্রয়োগের প্রশিক্ষণ প্রদান করেও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক কার্যকর ভূমিকা নেয়। একটি গ্রন্থাগার তথ্যপঞ্জীও (Directory of Libraries) BLA প্রকাশ করেছে। 'গ্রন্থাগার' মুখপত্রে সর্বোত্তম রচনাটির জন্য BLA পুরস্কার দিয়ে থাকে।

১৫.৭.২ দিল্লী লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন (DLA)

এটি স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৫৫ সাল থেকে এই সংস্থা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি

সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে আসছে। ১৯৭২ সাল থেকে DLA গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সও পরিচালনা করছে। সময়ে সময়ে DLA সভা, প্রদর্শনী ও আলোচনাসভার আয়োজন করে থাকে। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস বাড়িয়ে তুলতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। Library Herald হল সংস্থাটির ত্রৈমাসিক মুখপাত্র। ১৯৬৮ সাল থেকে এই সংস্থা Indian Press Index নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করছে।

১৫.৮ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ

পেশা ও পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উন্নতির ক্ষেত্রে পেশাদার সংস্থাগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক স্তরে অনেকগুলি পেশাদার সংস্থা আছে, যারা পেশার বিকাশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এদের মধ্যে আছে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান, যেমন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েসন অফ এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ডকুমেন্টালিস্টস (১৯৫৫ সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত) ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন অফ মিউজিক লাইব্রেরিজ (১৯৫১ সালে প্যারিসে স্থাপিত)। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সাধারণ প্রকৃতির, যেগুলি এক বিস্তৃত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে আমরা দুটি এরকম সুপ্রতিষ্ঠিত পেশাদারি সংগঠনের বর্ণনা দেব।

১৫.৮.১ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন অ্যান্ড ইন্সটিটিউশন (IFLA)

IFLA একটি অসরকারি পেশাদার সংগঠন। যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭) পনেরোটি দেশের গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলি থেকে আগত প্রতিনিধিরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সেটিকেই IFLA-র ভিত্তি হিসাবে ধরা যেতে পারে। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে IFLA প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে। প্রকৃতপক্ষে এটি হল গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির এক সংগঠন, যার লক্ষ্য নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক অধিবেশনের আয়োজন করা। এই সংগঠনের সচিবালয় ছিল মিউনিখে। এটি গঠিত হয় একটি জেনারেল কাউন্সিল ও একটি এক্সিকিউটিভ বোর্ড নিয়ে। ১৯৬১ সালে। IFLA ক্যাটালগিঙের নীতির বিষয়ে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ১৯৭১ সালে সভাপতি হ্যারম্যান লাইবেয়ারন্সের সক্রিয় উদ্যমে সচিবালয়টি দি হেগ-এ স্থানান্তরিত করা হয় ও কাজকর্মে নতুন উদ্দীপনা জোগানো হয়। ১৯৭৬ সালে লজান-এর কাউন্সিল IFLA-র নতুন গঠনতন্ত্রকে অনুমোদন করে। সংগঠনের নামকে প্রসারিত করে এর মধ্যে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিদ্যালয়, গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

IFLA এখন একটি সক্রিয় আন্তর্জাতিক সংস্থা যা ইউনেসকোর মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিষয়ক কাজকর্মে সহযোগিতা করে। এর উদ্দেশ্য গ্রন্থপঞ্জী, তথ্য পরিষেবা এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমস্ত কাজকর্মে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা, গবেষণার ক্ষেত্রটির প্রসার ঘটানো, কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও এক সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকত্বকে আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। IFLA-র অনেক কাজই এর কোনো-না-কোনো প্রধান কর্মসূচীর কাঠামোর মধ্যেই করা হয়ে থাকে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে Universal Bibliographic Control (UBC), International MARC Programme (IMP), Universal Availability of Publications (UAP), Transfer Data Flow (TDF), Preservation and Conservation core Programme (PAC), ও Advancement of Librarianship in the Third World (ALP)। UBC : UBC-র লক্ষ্য হল গ্রন্থপঞ্জী

সংক্রান্ত নথি প্রস্তুতির ভার যে দেশের তথ্য নিয়ে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেই দেশের উপর অর্পণ করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত মান ও পদ্ধতি অনুসারে নথিগুলি যাতে বিশ্বের সর্বত্র লভ্য হয় তা সুনিশ্চিত করা। ১৯৭৩ সালে কর্মসূচীটি চালু হবার পরে যে মানে পৌঁছানো গেছে, তা IFLA-র ওয়ার্কিং গ্রুপগুলির কাজের সুফল ও গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত সহযোগিতার ভিত্তি হিসাবে এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এগুলির মধ্যে আছে International standard Bibliographic-র সংখ্যাগুলি, নামহীন রচনাগুলির নামের রূপনির্ণয়ের নিয়ম স্থির করা এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ও সম্মিলিত ক্যাটাগল প্রস্তুতির চালকনীতি (guideline) প্রণয়ন করা। অন্যান্য প্রকল্পগুলির বেশ কয়েকটি ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে সটাওয়াতে অনুষ্ঠিত International Cataloguing-in-Publications অধিবেশন থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন, Catologuing-in-Publications (CLP) এন্ট্রির জন্য এক নমুনা ফরম্যাটের প্রস্তুতি। UBC-র কাজকর্ম ইউনেসকোর জেনারেল ইনফরমেশন প্রোগ্রামের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে।

IMP : IFLA-র International MARC (Machine Readable Cataloguing) Programme বিকাশলাভ করে UBC উদ্যোগ থেকে। এই কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৯৮৩ সালে। এর উদ্দেশ্য হল জাতীয় মেশিন রিডেবল (machine-readable) গ্রন্থপঞ্জী বিষয় নথিগুলি উৎস দেশগুলির (country of origin) বাইরে যাতে ব্যবহৃত হতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। এই কর্মসূচী দুটি মূল প্রকল্পে বিভক্ত। ফ্রাঙ্কফুর্টের Deutsche Bibliothek-এ প্রথমটি প্রধানত Internation MARC Applications ও UNIMARC-এর সঙ্গে যুক্ত। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে দ্বিতীয়টি মূলত UNIMARC ফরম্যাটের নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ সংশোধন ও বিকাশের দায়িত্ব নেয়।

UAP : এই কর্মসূচী অনুযায়ী, প্রত্যেকটি দেশের দায়িত্ব হল অনুরোধ পেলে তাদের সমস্ত প্রকাশনা ঋণ হিসাবে বা ফটোকপির আকারে অন্য দেশগুলিকে সরবরাহ করা। আন্তঃগ্রন্থাগার লেনদেন, প্রকাশনা বিনিময়, গ্রন্থস্বত্ব ও সহযোগিতামূলক সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলি এই কর্মসূচী সুনিশ্চিত করে।

TDF : এর কাজ হল দেশের সীমান্তের এপার ওপারের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় তথ্য হস্তান্তর করা। কমপিউটারাইজড ডেইটাবেসকে যাতে সহজেই নাগালে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করাও এর কাজকর্মের মধ্যে পড়ে।

PAC : গ্রন্থাগার ও তথ্য উপাদানগুলির ক্ষয় প্রতিরোধ করার কাজেই সঙ্গে এই কর্মসূচী জড়িত।

ALP : এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে অনুভূমিক সহযোগিতাকে আরও উদ্দীপিত করা।

IFLA-র প্রকাশনাগুলির মধ্যে আছে IFLA Journal (ত্রৈমাসিক), International Cataloging (ত্রৈমাসিক), IFLA Annual (বার্ষিক), IFLA Directory (দ্বিবার্ষিক)। এছাড়াও, IFLA একটি গ্রন্থাগার, পত্রিকা, LIBRI এবং বেশ কিছু মনোগ্রাফ, কার্যবিবরণী ইস্তাহার ও UBC প্রকাশনা বের করে থাকে।

১৫.৮.২ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন (FID)

Federation International De Information Documentation হল সেইসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের প্রাচীনতম পেশাদারি সংগঠন, যারা তথ্যসামগ্রী, তথ্যব্যবস্থা ও প্রণালী প্রস্তুতি, বিকাশ, ব্যবহার ও গবেষণার কাজে লিপ্ত এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তথ্য পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। এটি এক অসরকারি সংগঠন, যার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকার করা হয় পল ওটলেট ও হেনরি লা ফনটেন নামে দুই বেলজিয়ান গ্রন্থপঞ্জীকারকে। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Institute International de Bibliography (IIB) হিসাবে ব্রাসেলসে FID

গঠিত হয়। ওই ১৮৯৫ সালেই ওই দুই বেলজিয়ান IIB-র পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বজনীন গ্রন্থপঞ্জীর উপর কাজ করছিলেন। পরিকল্পিত সংকলনটির নাম ছিল Universal Bibliographic Repertory, প্রকাশিত সমস্ত তথ্যের এক সামগ্রিক নির্ঘন্ট। সেই সময়ে IIB-র লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডারের এক সংকলন প্রস্তুত করা এবং ডেউই দশমিক বর্গীকরণ (Dewey Decimal Classification) প্রচলন করা, যা গ্রন্থপঞ্জীমূলক এন্ট্রিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে ও সেগুলিকে সহজলব্ধ করে তুলবে। এই প্রকল্পটি ব্যর্থ হলেও UDC-র বিকাশ কিন্তু অব্যাহত থেকেছে।

IIB ১৯৩১ সালে IID-তে (Institute Internationale de Documentation) পরিণত হয়। ১৯৩৮ সালে আবার এটি Federation Internationa de Documentation বা FID-তে পরিণত হয়, যার মুখ্য কার্যালয় হয় নেদারল্যান্ডের দি হেগ-এ। ১৯৮৬ সালে নামটির সঙ্গে 'Information' শব্দটি যুক্ত করা হয়, কিন্তু নামের সংক্ষিপ্তরূপটি অবিকৃত রাখা হয়।

১৯৯১ সালের শেষ অবধি UDC-কে হালনগদ করার দায়িত্ব ছিল FID-র হাতে। তারপর থেকে ওই দায়িত্ব গ্রহণ করে UDC Consortium (UDCC) নামে এক নতুন সংস্থা।

এক গভীর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে FID তার ঋণ পরিশোধ করতে ও কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়লে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে ২০০২ সালে সচিবালয়কে বন্ধ করে দিতে হয়। তৎকালীন কাউন্সিলের কাজের মেয়াদ ২০০১ সালের শেষের দিকে সমাপ্ত হয়, কিন্তু তার জন্য কোনো নির্বাচন হয় না। আইনগতভাবে FID-কে ভেঙে দেওয়া না হলেও বাস্তবে তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে ? দি হেগ-এ অবস্থিত। FID-র মহাফেজখানা এখন রয়াল লাইব্রেরির হাতে, যার সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে UDC Consortium।

১৫.৯ পর্যবেক্ষণ

পেশাদারি পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও নিষ্ঠার প্রয়োগ করে পেশাদার সংগঠনগুলি গ্রন্থাগারের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে পারে। কোনো সর্বজনীন লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে পেশার ভিতরে সংহতি থাকা আবশ্যক। পেশাদার সঙ্ঘগুলির শক্তি ও কার্যকারিতা এই সংহতিরই প্রতিফলন। নিজের নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করলে পেশাদার সংগঠনগুলি গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সাহায্য করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির কার্যকলাপ ও পরিষেবার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। অন্যান্য অনেক দেশে জাতীয় স্তরে সঙ্ঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এরাই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। অতীতের প্রশংসনীয় সাফল্য ও বর্তমানের সুসংগঠিত কাঠামো—এই দুই বৈশিষ্ট্যের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্টর ও যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার সঙ্ঘগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়। এরা এক আদর্শ গ্রন্থাগার পেশার ভাবমূর্তি নির্মাণ করতে সফল হয়েছে।

১৫.১০ অনুশীলনী

১. Indian Library Association-এর প্রধান কাজকর্মগুলি বর্ণনা করুন।

২. IASLIC-এর প্রকাশনাগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন।

৩. ALA-র আন্তর্জাতিক কার্যকলাপগুলি বর্ণনা করুন।

৪. লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসনের প্রকাশনাগুলির নাম লিখুন।

৫. UBC-র লক্ষ্যগুলির বিবরণ দিন।

৬. FID-র বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।

১৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. IASLIC, ILA, LA (UK) : Annual report and statement of accounts (last ten years).

২. Munford, W. A : A history of library Association, ... (?) London, LA, 1976.

৩. Stevenson, Grace T : 'American Library Association'. In Encyclopaedia of library and information sciences, New York, Marcel Decker, Vol I pp. 267-302.

৪. Wedgeworth, R. Ed : ALA world encyclopaedia of library and information services, 2nd ed., 1986, pp. 43-49, 462-467.